গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.১৪.০১৪.১৬- ১৭৬ তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৯ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: "জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন-২০১৭ (পরিমার্জিত খসড়া) চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে জনমত যাচাই সংক্রান্ত।

সূত্র: ০৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন-২০১৭ (পরিমার্জিত খসড়া) চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

"জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন-২০১৭" (পরিমার্জিত খসড়া) চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে জনমত যাচাই করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে"।

০২। এমতাবস্থায়, "জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন-২০১৭" (পরিমার্জিত খসড়া) এর উপর মতামত গ্রহণের নিমিত্ত ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, ds_sec2@moedu.gov.bd ই-মেইল ঠিকানায় ২০/৮/২০১৮ তারিখ হতে ০৯/৯/২০১৮ তারিখ সময়ের মধ্যে মতামত গ্রহণ করতে হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(মোঃ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৭২০

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.১৪.০১৪.১৬- তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৯ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ কামরুল হাসান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন, ২০১৭
(পরিমার্জিত খসড়া)

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (পরিমার্জিত খসড়া)

মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রমিতমানের নিরিখে শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালন সুনিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকরণে প্রণীত আইন

যেহেতু মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রমিতমানের নিরিখে শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালন সুনিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতৎদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (এন.টি.ই.সি.) আইন, ২০১৭' নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই আইনের প্রয়োগ সমগ্র বাংলাদেশে হইবে;

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "কাউন্সিল" অর্থ ধারা ৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল';

(খ) "সভাপতি" অর্থ ধারা ৫-এর উপধারা (২)-এর দফা (ক)-এ বর্ণিত 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল' এর সভাপতি;

(গ) "পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যাহা শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদান করে;

(ঘ) "প্রতিষ্ঠান" অর্থ শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদানকারী অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য-সচিবসহ কাউন্সিলের সকল সদস্য;

(চ) "কো-অপ্টেড" সদস্য অর্থ ধারা ৮-এর উপধারা (১) (২) ও (৩) এ উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ;

(ছ) "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ ১৯৯২ সালের ৩৭ নং আইন দ্বারা পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়;

(জ) "উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ ১৯৯২ সালের ৩৮ নং আইন দ্বারা পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঝ) "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ সরকার কর্তৃক স্বতন্ত্র আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঞ) "সরকার" অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ;

(ট) "প্রাইভেট বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ ও ২০১০ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ;

(ঠ) "মা.উ.শি." বলিতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকাকে বুঝাইবে;

(ড) "নায়েম" বলিতে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি'কে বুঝাইবে;

(ঢ) "এইচ.এস.টি.টি.আই." অর্থ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ;

(ণ) "বি.এম.টি.টি.আই." অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট;

(ত) "টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টি.টি.সি.)" অর্থ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(থ) "মাধ্যমিক শিক্ষা" বলিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী নবম (৯ম) হইতে দ্বাদশ (১২শ) শ্রেণির শিক্ষাকে বা সরকার কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষার নির্ধারিত স্তরকে বুঝাইবে;

(দ) "শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য গৃহীত কোনো কর্মসূচি/কোর্স বা কোনো গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বিশেষভাবে শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ধ) "শিক্ষক যোগ্যতা" অর্থ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা;

(ন) "আপিল" অর্থ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিলের কোনো সিদ্ধান্তের ফলে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করা;

(প) "তহবিল" অর্থ এই আইন অনুযায়ী ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে গৃহীত ফি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং অন্যান্য আয়;

(ফ) "কাউন্সিলের কার্যালয়" অর্থ এই আইনের অধীন কাউন্সিল এর নির্বাহী কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসনিক সংগঠন;

(ব) "বিধি" অর্থ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর অধীন প্রণীত বিধিসমূহ;

(ভ) "প্রবিধান" অর্থ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ম) "মহাহিসাব নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রক" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৭ ধারা মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(য) "মহাহিসাব রক্ষক" বলিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের অধীন ১৯৮৫ সালের অফিস মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত মহাহিসাব রক্ষক;

(র) "অ্যাক্রিডিটেশন" বলিতে ঐ প্রক্রিয়াকে বুঝাইবে যাহা দ্বারা শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্রমিতমানের ভিত্তিতে শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদানের যোগ্যতা আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা যায়।

(ল) "অ্যাক্রিডিটেড প্রতিষ্ঠান" বলিতে ঐ সকল শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যেগুলি অ্যাক্রিডিটেশনের শর্ত মানিয়া চলে এবং এন.টি.ই.সি. কর্তৃক শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত;

(শ) "অ্যাক্রিডিটেশন ফি" অর্থ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য ধার্যকৃত ফি;

(ষ) "শিক্ষক নিবন্ধন ফি" অর্থ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের পেশাগত বিকাশক্রম অনুসারে নিবন্ধন লাভের জন্য জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিলের ধার্যকৃত ফি;

(স) "পূর্ব শিখন" বলিতে পূর্বে অর্জিত অন্য কোনো স্বীকৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণকে বুঝাইবে;

(হ) "পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি ফি" অর্থ পূর্ব শিখনের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য ধার্যকৃত আবেদন ফি;

(ড়) "আপিলেট কাউন্সিল" অর্থ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল এর নিকট কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কৃত আপিল নিষ্পত্তি করিবার জন্য কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ;

(ঢ) "মা.শি.অ." অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বুঝাইবে; এবং

(য়) "কা.শি.অ." অর্থ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩। **কাউন্সিলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অধিক্ষেত্র এবং কার্যালয়।** —(১) লক্ষ্য: মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে কার্যকর "কোয়ালিটি কন্ট্রোল মেকানিজম" উদ্ভাবন এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রমিতমানের নিরিখে শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালন সুনিশ্চিত করা;

(২) উদ্দেশ্য :

(ক) শিক্ষক শিক্ষা কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহের (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ//ইনস্টিটিউট/অনুষদসহ) জাতীয় প্রমিতমান (National Standards) প্রতিষ্ঠা এবং তা অর্জন করা;

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্যূনতম শিক্ষক মান (Teacher Standards) প্রতিষ্ঠা করা;

(গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা;

(ঘ) শিক্ষকের ন্যূনতম প্রমিতমান অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান করা।

(৩) অধিক্ষেত্র :

বাংলাদেশের শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ/ইনস্টিটিউট/স্কুল/ অনুষদসহ) ইহার অধিক্ষেত্র হইবে;

(৪) কার্যালয় :

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ইহার দৈনন্দিন কার্যসমূহ নির্বাহের জন্য একটি কার্যালয় সংগঠন থাকিবে।

৪। **কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা।** —(১) এই আইন, বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল" নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে;

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কাউন্সিল স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **কাউন্সিলের গঠন।** — (১) 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল' ইংরেজিতে 'National Teacher Education Council' (NTEC) নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই কাউন্সিল-এর গঠন কাঠামো নিম্নরূপ:

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সভাপতি

(খ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সহ সভাপতি

(গ) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঘ) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	- সদস্য
(ঙ) উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
(চ) উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
(ছ) চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.)	- সদস্য
(জ) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা	- সদস্য
(ঝ) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	- সদস্য
(ঞ) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)	- সদস্য
(ট) মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	- সদস্য
(ঠ) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) ১ জন	- সদস্য
(ড) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) ১ জন	- সদস্য
(ঢ) পরিচালক (আই.ই.আর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
(ণ) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	- সদস্য
(ত) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	- সদস্য
(থ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	- সদস্য
(দ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন এইচ.এস.টি.টি.আই. পরিচালক	- সদস্য
(ধ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ	- সদস্য
(ন) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ	- সদস্য
(প) অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	- সদস্য
(ফ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ	- সদস্য
(ব) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	- সদস্য
(ভ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	- সদস্য
(ম) শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান আছে, সরকার কর্তৃক মনোনীত এমন ২ (দুই) জন ব্যক্তি	- সদস্য
(য) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কাউন্সিল কার্যালয় সংগঠন	- সদস্য সচিব

(৩) মনোনীত সদস্য বলিতে কাউন্সিলের গঠন কাঠামোর অন্তর্গত সরকার কর্তৃক মনোনয়ন প্রাপ্ত সদস্যকে বুঝাইবে।

৬। **কাউন্সিল-এর মনোনীত সদস্যবৃন্দের/সদস্যগণের মেয়াদ।** মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৭। **কাউন্সিল-এর কর্মপরিধি।**— (১) দেশের শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের জন্য কার্যকর গুণগত মাননিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রণয়ন ও প্রবর্তন;

(২) দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য একই ধরণের জাতীয় প্রমিতমান নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন;

(৩) শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে কার্যকর কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স মেকানিজম উদ্ভাবন এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রমিতমানের নিরিখে শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ

কার্যক্রম/কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজ নিজ কার্যক্রম/কোর্স যথাযথভাবে পরিচালনা এবং উহা নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(৪) কাউন্সিল প্রণীত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ফ্রেমওয়ার্কের অধীন বিধিবিধান পালন/অনুসরণ ও নিশ্চিতকরণ;

(৫) শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক জনবলের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

(৬) সকল শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কোর্স পরিচালনাকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় বিধান এবং নেটওয়ার্কিং ও লিংকেজ স্থাপন;

(৭) শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নূতন প্রশিক্ষণ কোর্স/প্রশিক্ষণ ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) কাউন্সিলের অ্যাক্রিডিটেশন/স্বীকৃতির পর অধিভুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তিত কোর্স/প্রশিক্ষণের অধিভুক্তিদান, মনোনয়ন/বাস্তবায়ন এবং এতৎসম্বন্ধীয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(৯) শিক্ষক প্রমিতমানের ভিত্তিতে শিক্ষক বিকাশক্রম ব্যবস্থা প্রণয়ন, সিপিডি শিক্ষাক্রম অনুমোদন এবং এতৎসম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) শিক্ষক শিক্ষা কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালিত বিধি বিধানের আওতায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও এতৎসংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;

(১১) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

(১২) শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণের গুণগতমানের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল যেরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপে অন্য যেকোনো কার্য/কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। **কো-অপ্ট করিবার ক্ষমতা।**— (১) কাউন্সিল, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত প্রণালীতে উহার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ০৫ (পাঁচ) জনের অধিক নহে এমন সংখ্যক ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করিতে পারিবে;

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী কো-অপ্টকৃত সদস্যগণ কাউন্সিলের সভায় যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশ নিতে পারিবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার থাকিবে না এবং তাঁহারা অন্য কোনো কাজের জন্য কো-অপ্ট সদস্য বলে গণ্য হইবেন না;

(৩) কাউন্সিল উহার কাজের প্রয়োজনে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। কমিটি উহার কার্যের প্রতিবেদন সদস্য সচিব, এন.টি.ই.সি. এর মাধ্যমে কাউন্সিল সভায় পেশ করিতে পারিবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত কোন মতামত প্রদানের অধিকার রাখিবেন না।

৯। **কাউন্সিলের কার্যালয়।** — (১) কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকায় থাকিবে এবং কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১০। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ।** —(১) সরকার জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের গ্রেড-২/গ্রেড-৩ পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে

নিয়োগ প্রদান করিবে যিনি জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল এর প্রশাসনিক প্রধান হইবেন। তাঁহার নিয়োগের শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

১১। **কাউন্সিলের সভা**।— - (১) কাউন্সিল এই আইনের অন্তর্গত রেগুলেশন অনুসারে নির্ধারিত সময় ও স্থানে সভা আহবান ও পরিচালনা করিবে এবং সভার বিষয়াবলি নিষ্পন্ন করিবে;

(২) কাউন্সিল বৎসরে ন্যূনতম চারটি সভার আয়োজন করিবে;

(৩) সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে;

(৪) কাউন্সিলের সভাপতি কাউন্সিলের সভা পরিচালনা করিবেন তবে কোনো কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি কাউন্সিলের সভা পরিচালনা করিবেন।

১২। **কাউন্সিলের কার্যালয় সংগঠন।** —(১) রেগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা হিসেবে কার্য সম্পাদনের জন্য কাউন্সিলের একটি প্রশাসনিক সংগঠন থাকিবে যাহা কাউন্সিল কার্যালয় নামে পরিচিত হইবে;

(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে কাউন্সিল ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। **কাউন্সিলের কার্যাবলি।** —(১) শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ এর পরিকল্পিত এবং সমন্বিত উন্নয়নের জন্য এবং উহার প্রমিতমান নির্ধারণ ও তাহা সংরক্ষণের জন্য এই আইনের অধীনে কাউন্সিল যেইরূপ সমীচীন ও যথার্থ মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ বিষয়ে বহুমুখী নীতি নির্ধারণীমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করিবে;

(৩) কাউন্সিলের অনুমোদন বা সম্মতিক্রমে কার্যালয় সংগঠনটিতে কাউন্সিল কর্তৃক পূর্বানুমোদনসাপেক্ষে শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক প্রমিতমানসমূহ নির্ধারণ, শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন, প্রমিতমান নির্ধারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষক সনদের সমতাকরণ, পূর্বশিখন স্বীকৃতি প্রদানসহ শিক্ষক নিবন্ধন ও শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে;

(৪) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন টুলস তৈরি, হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ এবং শিক্ষক শিক্ষা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(৫) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে।

১৪। **কমিটি।** —কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা মান নির্ধারণী কমিটি এবং 'পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি' এর পুনর্গঠনসহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুস্পষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন/বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

১৫। **কাউন্সিল এর তহবিল।** —(১) কাউন্সিলের কার্য-পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে, যথা-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোনো বৈধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কাউন্সিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ঙ) কাউন্সিল কর্তৃক আদায়কৃত শিক্ষক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রিডিটেশন ফি, শিক্ষক নিবন্ধন ফি, অন্যান্য ফি ও আয় এবং

(চ) সরকার কর্তৃক অন্য কোনো অনুমোদিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) কাউন্সিলের তহবিল বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৩) উক্ত তহবিলে কাউন্সিলের জমাকৃত অর্থ কাউন্সিলের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিল ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল সংরক্ষণ এবং উহার অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

১৬। **বাজেট।**— কাউন্সিল প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে কাউন্সিলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

১৭। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।** — (১) কাউন্সিল যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কাউন্সিলের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার এবং কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবেন;

(৩) উপধারা (খ) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কাউন্সিলের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং সভাপতি, কোনো সদস্য (কাউন্সিলের) বা যেকোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৮। **প্রতিবেদন।** — (১) সভাপতি (কাউন্সিলের সভাপতি) প্রতিবৎসর ৩০ মার্চ-এ বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত ১ (এক) বৎসরের স্বীয় (কাউন্সিলের) কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা সরকারের নিকট পেশ করিবেন;

(২) সরকার, প্রয়োজন মতো কাউন্সিলের নিকট হইতে যে কোনো সময় উহার যে কোনো কার্যের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পরিবে এবং কাউন্সিল উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। **ঋণগ্রহণ।**— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। **চুক্তি।** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।** —এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে পজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **আইন ভঙ্গ এবং উহার ফল।** —(১) কাউন্সিল স্বীয় উদ্যোগ অথবা কোনো উৎস হইতে তথ্য প্রাপ্ত হইয়া ইহা যদি অনুধাবন করে যে, কোনো অ্যাক্রিডিটেড প্রতিষ্ঠান এই আইনের কোনো বিধি বা রেগুলেশন, আদেশ বা অ্যাক্রিডিটেশনের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে সেই ক্ষেত্রে, কাউন্সিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রিডিটেশন লিখিতভাবে প্রত্যাহার/বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উহার নিজস্ব অবস্থান তুলিয়া ধরিবার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে আইন ভঙ্গ ও উহার ফলাফলের বিষয়টি

(ক) অ্যাক্রিডিটেড প্রতিষ্ঠানটিকে এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইতে হইবে; এবং

(খ) সর্বসাধারনের অবগতির জন্য তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১) অনুসারে প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রিডিটেশন প্রত্যাহার করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান ঐ একাডেমিক সেশন সমাপ্তির দিন থেকে কোর্স/শিক্ষক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ করিবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/স্বীকৃতি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় বর্ণিত একাডেমিক সেশন সমাপ্তির দিবস হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিবে এবং ঐ মর্মে প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে;

(৫) উপধারা (১) এর অধীনে অ্যাক্রিডিটেশন প্রত্যাহারের পরও যদি কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো কোর্স বা শিক্ষক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বহাল রাখে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অ্যাক্রিডিটেশন বা অনুমতি পাইতে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করিয়া কোর্স বা শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখে তবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঐসব প্রশিক্ষণার্থীগণ কোনো সরকারি বা অনুমোদিত বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না এবং উক্ত কোর্স বা প্রশিক্ষণ বা কর্মসূচি বৈধ বলিয়াও গণ্য হইবে না। তদোপরি, অ্যাক্রিডিটেশন প্রত্যাহারের পরও কোনো প্রতিষ্ঠান কোর্স পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২৪। **আপীল।**— (১) যদি কেহ কাউন্সিলের কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন তবে তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাউন্সিল বরাবর আপীল করিতে পারিবেন;

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল আবেদনের বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

(৩) কাউন্সিল যেকোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, আপিলেট কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদনের সমুদয় ঘটনা ও অবস্থাদি বিবেচনাপূর্বক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের

আলোকে কাউন্সিল আপিলের বিষয় সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা ও অবস্থাদি বিবেচনাপূর্বক যেইরূপ আদেশ প্রদান যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সংগত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে;

(৪) আপিলেট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আপিলের উপর প্রদত্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে যে-কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হইয়াছিল, ঐ কর্তৃপক্ষ আপিলেট কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর করিবে;

(৫) কাউন্সিল স্বেচ্ছায় অথবা অন্যভাবে আদেশের ০১ (এক) বৎসরের মধ্যে যেকোনো আপিলের বিষয়ে নথিপত্র তলব করতঃ এই বিধিমালার অধীন আপিলে প্রদত্ত যেকোনো আদেশের অথবা আপিল করা হয়নি, এইরূপ যে কোন আপিলযোগ্য আদেশের সংশোধন করিতে পারিবে।

২৫। **প্রচলিত বিধি বলবৎ।**— এই আইনে বর্ণিত হয় নাই এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত বিধি-বিধান/পদ্ধতি/আদেশসমূহ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ইহা বলবৎ থাকিবে।

২৬। **আইনের প্রাধান্য।**— এই আইনের অধীন উল্লিখিত বিষয়াদির বিপরীতে অন্য কোনো আইন বা বিধিমালায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।